

পুরুষ, ...
 নেই প্রথম দি
 না হতে নিশ্চয়



মহামোহন পুরুষ তো
 নেই মোহিনীময় আমি



পুরুষকে লেখা চিঠি

মল্লিকা সেনগুপ্ত

ছবি চিত্রাদামের বাসী তোমাকে চাই, মনে

মান সমান, অকাল মাটি কঙ্করিনাম, দু'দামী ও

পুরুষ, আবার
 যু কবিতার শ্রুত
 দুই শ্রুত



মান পুরুষ তোমা
 নেই কারো আমরা
 মার চর অধোনে

আমার প্রথম বিলুপ্ত দেবে আমার ছবি ও

মার দ্বিতীয় বিলুপ্ত অমা
 হবারে মহাদ

পুরুষকে লেখা চিঠি
মল্লিকা সেনগুপ্ত



কপিরাইট © মল্লিকা সেনগুপ্ত ২০০২

প্রথম সংস্করণ: ডিসেম্বর ২০০২

প্রথম ই-বুক সংস্করণ: ২০২০

সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত।

এই বইটি এই শর্তে বিক্রীত হল যে, প্রকাশকের পূর্বলিখিত অনুমতি ছাড়া বইটি বর্তমান সংস্করণের বাঁধাই ও আবরণী ব্যতীত অন্য কোনও রূপে বা আকারে ব্যবসা অথবা অন্য কোনও উপায়ে পুনর্বিক্রয়, ধার বা ভাড়া দেওয়া যাবে না এবং ঠিক যে-অবস্থায় ক্রেতা বইটি পেয়েছেন তা বাদ দিয়ে স্বত্বাধিকারীর কোনও প্রকার সংরক্ষিত অধিকার খর্ব করে, স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক উভয়েরই পূর্বলিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইটি কোনও ইলেকট্রনিক, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ডিং বা পুনরুৎপাদনের সুযোগ সংবলিত তথ্যসঞ্চয় করে রাখার পদ্ধতি বা অন্য কোনও যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন, সঞ্চয় বা বিতরণ করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এই বইয়ের সামগ্রিক বর্ণসংস্থাপন, প্রচ্ছদ এবং প্রকাশকৃত অন্যান্য অলংকরণের স্বত্বাধিকারী শুধুমাত্র প্রকাশক।

ISBN 978-81-7756-286-6 (print)

ISBN 978-93-90440-01-6 (e-book)

প্রকাশক: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

হেড অফিস: ৯৫ শরৎ বোস রোড, কলকাতা ৭০০ ০২৬

রেজিস্টার্ড অফিস: ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

CIN: U22121WB1957PTC023534

প্রচ্ছদ: সুব্রত চৌধুরী

ছোট পুরুষ রোরোকে
আর বড় পুরুষ আমার বাবাকে...

এই লেখকের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ

অর্ধেক পৃথিবী

আমাকে সারিয়ে দাও, ভালোবাসা

ও জানেমন জীবনানন্দ, বনলতা সেন লিখছি

কথামানবী

কবিতা সমগ্র

ছেলেকে হিস্টি পড়াতে গিয়ে

বৃষ্টিমিছিল বারুদমিছিল

সূচিপত্র

পৃথিবীর মা
শিকার এবং শিকারি
মেয়েনৌকা
অলকানন্দা
মহাভারত
স্বপ্নে লেখা চিঠি
চাতক
গোলাপ মরশুমে
রাষ্ট্রপতিকে একটি মেয়ের চিঠি
আমি গুজরি মুসলিম মেয়ে
নারী-ডট কম
আমাদের জন্মকথা
সবুজ দুপুরবেলা
আমি ও পৃথিবী
প্রণয়পথ
পিছড়ে বর্গ
ফুলনদেবীর কথা

আমি ও আমেরিকা
শুভম তোমাকে
ধ্বংসবার্ষিকী
আমাদের গুজরাট
পাণ্ডুর মৃত্যু
তিনি আর রাখা
শুভমকে লেখা চিঠি
রেডলাইট নাচ
গোলাপবাগানে
সিঁথি
সাম্প্রদায়িক
শত্রুর দিন
ধনতেরাস
বালিকা ও দুষ্টলোক
অনাবাসীর চিঠি
ভাষা
ধর্ম গেছে বনে
টাকার জাহাজ
বেহুলা
গুজরাতি কন্যাশিশু
তহমিনা
পুরুষকে লেখা চিঠি-১

পুরুষকে লেখা চিঠি-২

পৃথিবীর মা

আলুলায়িত আমার চুলে
সারা আকাশ মেঘলা হয়ে উঠল

আমার গায়ের সবুজ ডুরে ধনেখালির শাড়ি
হয়ে উঠল অরণ্যের লতাগুল্ম
আমার কণ্ঠ থেকে সুর চুরি করে
সপ্তম সুরে গেয়ে উঠল কোকিল
আমার মুখের হিজিবিজি বুলি
হয়ে উঠল জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা
আমার গায়ের ক্লান্তি ঘাম যৌনতার ঘ্রাণে
তৈরি হল মাটি পৃথিবীর সোঁদা গন্ধ
আমার খিদে থেকে গজিয়ে উঠল
মাঠ ভর্তি ধানমঞ্জরী
আমার স্নানের জন্য নদী তৈরি হল
গা শুকনোর জন্য ছড়িয়ে পড়ল রোদ
আমার ক্রোধের তাপে চকমকি পাথর
আগুন হয়ে জ্বলে উঠল
আমার তীব্র ভালবাসার আকাঙ্ক্ষায়
জন্ম নিল পুরুষ
আমার শরীরে প্রোথিত হল তার বীজদণ্ড
আর তখন আমারই গর্ভে জন্ম নিল পৃথিবী।

শিকার এবং শিকারি

আমরা তখনও শ্রেণীসংগ্রাম শিখিনি

বনের নিষাদ তির ছুড়েছিলে সহসা
সেই তির এসে বিঁধল আমার কলজে
রক্তক্ষরণ গোপন অঙ্গে অঙ্গে
বুর্জোয়া মেয়ে বদলেছে খোল নলচে
আদিম সাম্যবাদের রিনি নিিনি
আমরা তখনও শ্রেণীসংগ্রাম শিখিনি

আমার সঙ্গী ভিক্টোরিয়ার পরিরা
আমার সঙ্গী প্রিন্সেপঘাট গঙ্গা
কলকাতা নামে বৃদ্ধ রসিক দূতীটা
বদলে দিয়েছে বেঁচে থাকবার সঙ্গ
আমরা শিখিনি বিশ্বায়ন বা বিকিনি
আমরা এখনও শ্রেণীসংগ্রাম শিখিনি

আমরা দেখেছি পথে পথে বিদ্রোহ
হাজার জনতা জড়ো সিধো কানো ডহরে
আমরা দেখেছি ভিখিরি মেয়ের বাটিতে
একটি বকুল ফুল ঝরে পড়ে শহরে
নিষাদ তোমার উপহার বল কী কিনি?
আমি তো এখনও শ্রেণীসংগ্রাম শিখিনি!

চোখে হিংস্রতা, অভিমান আর দু'হাতে
কালশানিকভ বা এ কে ফর্টি সেভেন

ওগো রূপবান শিকারি আপনি বলুন
কোন হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে নেবেন?
যে গানে হিংসা আমি সেই গান লিখিনি
শিকারি আমি তো শ্রেণীবিরোধে লিখিনি!

কখন যে তুমি শিকার কখন শিকারি
বুঝতে পারি না তোমার অবুঝ সঙ্গী
নিষাদ তোমাকে এই শহরের দিব্য
ফেলে দাও তির ধনুক তোমার জঙ্গী
আমরা শিকার আমরাই শিখী-শিখিনী
আমরা তো আজও শ্রেণীসংগ্রাম লিখিনি।

মেয়েনৌকা

মেয়ের পেটের ভিতর আরেক মাইয়া
খুন করে তাকে কশাই ছাঁইয়া ছাঁইয়া
অ্যামনিওসেন্টেসিস চলছে ক্লিনিকে
ভ্রূণহত্যার রক্ত ফিনিকে ফিনিকে
কেউ কি কন্যা চায় না শহরে গাঁইয়া!

শুনতে পাও কি কন্যাভ্রূণের কান্না?
বুঝতে পার কি নারীর হীরক পান্না,
মেয়েদের ছাড়া বাঁচবে কী ভাবে পুরুষ!
তবুও মেয়ের গলায় বিঁধছ কুরুশ!
কেমন গো তুমি মেয়েনৌকার নাইয়া!

অলকানন্দা

মেয়েটির নাম অলকানন্দা গিরি
নামের বানান শিখবে সে শিগ্গিরই।

রাত্রির বেলা লণ্ঠন হাতে
মেয়েটি চলেছে পাঠ্যশালাতে
বয়স্ক ইন্স্কুলের রাস্তা,
রাস্তাটা বিচ্ছিরি
মেয়েটির নাম অলকানন্দা গিরি

রাস্তার ধারে কারা যেন ডানপিটে
বর ছেড়ে গেছে, চিঠিও লেখে না
কেরোসিন কম, লণ্ঠন মিটমিটে
আঁধার ঘিরছে অচেনা আগুন, বিড়ি
মেয়েটির নাম অলকানন্দা গিরি

রাস্তাটা বড় পিছল, অন্ধকার
তবু সে শিখবে অ আ ক খ আর
পাটিগণিতের যত সম্ভার
পালানো বরকে চিঠি দেবে শিগ্গিরই
মেয়েটির নাম অলকানন্দা গিরি।

মহাভারত

মহাভারত মহাভারত
 অষ্টাদশ পর্ব
 তুমি আমার ছেলেবেলার
 গল্পে শোনা গর্ব
 তোমার কাছে শিখেছিলাম অর্থ কাম ধর্ম
 শিখেছিলাম অর্জুনের ধনুক এবং বর্ম
 পাখির চোখে যে রাখে চোখ
 যে পারে তির ছুড়তে
 সেই তো জয়ী, আমরা আছি
 হৃদয় ব্যথা খুঁড়তে,
 চেয়েছিলাম কুন্তী হতে মন্ত্রমাখা কন্যা
 ডাকব যাকে আসবে সেই— শরীর চাই, মন না!
 দ্রৌপদীর মধ্যে আমি
 আগুন দেখেছিলাম
 পাঁচ স্বামীর সামনে যার
 ইজ্ঞতের নিলাম
 তারপরেও দৃপ্ত সেই কন্যা উঠে দাঁড়ায়
 বিপ্লবের আগুন এক মহাভারত পাড়ায়
 রাজারাজ্যে ষড়যন্ত্র
 রানির শাড়িহরণ
 মহাভারত তুমি জীবন
 তুমিই শেখাও মরণ
 ধর্ম আর অধর্মের বিরোধভাস তুমি
 পাণ্ডবের কৌরবের মহাযুদ্ধ ভূমি

ভায়ে ভাইয়ে দাঙ্গা হয়
মাটির বুক ফাটে
আজও সেই যুদ্ধ চলে
বাংলা গুজরাটে।

স্বপ্নে লেখা চিঠি

যেই না তুই আঙুল চেপে
ধরলি মন্দিম
বাজলো ঢাক বসন্তের
বুকে দ্রিদিম
শব্দ তুই শুনে ফেললে
কি লজ্জা!
গোপন থাক অভিসারের
সে সজ্জা
তোর থেকে যে আমার দ্বীপ
অনেক দূর
এক যোজন আলোবছর
হারানো সুর
তবুও তোকে চাই আমার
গহন নীল স্বপ্নে
কলঙ্কের লজ্জাভয়
তুই না হয় সব নে
তুই আমায় জাপটে ধর
জড়িয়ে ধর চুম্বনে
আমায় নিয়ে পালিয়ে চল
স্বপ্ননীল ঘুমবনে।

চাতক

তোর সঙ্গে সারাক্ষণ
থাকতে ভয় করে
দুর্বলতা বুঝে ফেলিস যদি

তোর সঙ্গে সারাক্ষণ
থাকতে ভাল লাগে
নৌকো তুই আমি তুমুল নদী

তোর জন্য বুকে তুফান
বুকে পাথর চাপা
তুই কি আর ভালবাসিস না!

বুকে চাতক বুকে চাতক
পুরুলিয়ার খরামাটির
বুকে যেমন গভীর তৃষ্ণা

তোর সঙ্গে সারাক্ষণ
ঝগড়া হাসি লাস্যে
স্বর্গে উঠি নরকতলে নামি

তোর সঙ্গে সারাক্ষণ
চাতক পাখি হয়ে
উড়ে বেড়াই, ভেসে বেড়াই আমি।

গোলাপ মরশুমে

গোলাপ এখনও গোলাপ
দিল্ ধক্ ধক্ জাফরি
ফুলচোর উষালগ্নে
এনেছ গোলাপ পাপড়ি

ফুল আর কাকে দিয়েছ
শুধু আমাকেই নাকি না,
গোলাপ নেবার জন্য
আছেন অন্য সাকিনা!

তোমার গোলাপ বৃন্তে
যে গোপনতার গন্ধ
সেই মায়াজাল আমারও
সর্বনাশের রন্ধ

মরশুমটুকু ফুরোলে
ফুলচোর তুমি পালাবে
কাঁটাগুলি অবধারিত
আমাকে বেদম জ্বালাবে

যদিও ভোরের গোলাপ
শুকোবে সকাল ন'টাতে
তবুও গোলাপ গোলাপই
ওস্তাদ দিল্ পটাতে।

রাষ্ট্রপতিকে একটি মেয়ের চিঠি

পারমাণবিক রাষ্ট্রনায়ক
কেমন আছেন আপনি?
পোখরান জুড়ে আগুন জ্বালান
আমরা বাতাসে তাপ নিই।

যে মাটিতে এত আণবিক ছাই
সে মাটির মেয়ে সীতা
অস্ত্র থামাতে বলেছি রামকে
আমি হলকর্ষিতা

আমি মনজিৎ, কপাল পুড়েছে
স্বামী কার্গিলে যখনই
আমি সুভদ্রা, যুদ্ধে নিহত
অভিমন্যুর জননী

চণ্ডাশোকের বৌদ্ধ ঘরনী
আতর্জনের শিবিরে
ঘুরে কেঁদে মরি সেই কবে থেকে,
একটু শান্তি দিবি রে!

অস্ত্র থামাও অস্ত্র থামাও
সিন্ধু বুড়িবালাম
ফিরিয়ে নাও না পরমাণু বোমা
শ্রীমান এ পি জে কালাম!

যে সব মেয়ের স্বামী মারা গেছে
যুদ্ধে নিহত পুত্র
যাদের জীবন ছেয়ে আছে শোক
আকন্দ বিষ-ধুতরো

তাদের সবার অশ্রুদীর্ঘ
জলে অঞ্জলি তোমাকে
ধূপগুড়ি থেকে গুজরাট জুড়ে
থামাও মানব রোমাকে

গ্রাম ভারতের পথে পথে আমি
লক্ষ্মীবারের পাঁচালি
ওদেরকে যদি মারবি তা হলে
আমাকেই কেন বাঁচালি!

করজোড়ে চাই যুদ্ধ বিরতি
আমার কথাটা শোন্ না!
কুরুক্ষেত্র থেকে কার্গিল আমি
হাজার অবুঝ কন্যা।

আমি গুজরি মুসলিম মেয়ে

‘এই কথাগুলো আপনাদের শুনতেই হবে। আপনি কানে হাত চেপে সেই অবসন্ন, রক্তক্ষরণে, ধর্ষণে ধবস্ত, মনুষ্যত্বের সবচেয়ে মহার্ঘ উপকরণ, আব্রু কিংবা বসন ভূষণ হারানো মেয়েদের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে পারবেন না’— হর্ষ মান্দার

আমি গুজরি মুসলিম মেয়ে
নারদ পাতিয়া শিবিরে
পালিয়ে এসেছি ধবংস পেরিয়ে
আমাকে বাঁচতে দিবি রে!

পেছনে রয়েছে স্মৃতি পোড়া ছাই
আগুনের লণ্ঠন
বাপ ভাই বোন পুড়ে গেছে সব
আমি গণধর্ষণ

ত্রিশূলধারীরা সামনে দাঁড়ালো
খাপখোলা পুরুষাঙ্গ
সবার সামনে আন্মিজানের
ইজ্জত হল সাজ

তারপর ওরা আমার শরীরে
কোদালের মতো অস্ত্রে
কোপাতে লাগল, কুপিয়ে চলল
আমি মরি ভয়ে ত্রস্তে

ওগো গৈরিক, বিধর্মী বলে
এতই ঘেন্না যখন

মুসলমানির শরীর লুটতে
ঘেন্না হয় না লখন!

পাল্টে দিয়েছ আমার স্বদেশ
ধবংস হয়েছে ভরসা
গণহত্যায় গণধর্ষণে
গণলুণ্ঠনে সহসা

ঘর পুড়ে গেছে, বসত ভেঙেছে
দুর্গত অস্তিম
বাঁচার জন্য এসেছি পালিয়ে
গুর্জরি মুসলিম

*

রাষ্ট্রের বাচ্চা কারা?
রাষ্ট্রের মা ভাই বোন?
রাষ্ট্রের ধর্মটা কী?
রাষ্ট্রে কি পুলিশ আছে?

গুজরাট পুড়ছে যখন
দেবালয় এবং নগর
এক সাথে পুড়তে থাকে
হিন্দু ও মুসলমানের

তারপর মাতৃসমা
নাজনিন বিবির গায়ে
উঠে বসে পুত্র সম
ভৈরব ত্রিশূলধারী

বাপসম সন্ন্যাসীটি
কুকুরের ভঙ্গিমাতে
ধর্ষণ করছে যাকে
কুলসুম, কন্যাসমা

আটমাস গর্ভবতী
চেয়েছিল ভিক্ষা প্রাণের
পরিণামে তরোয়ালের
কোপে ভ্রূণ ছিটকে পড়ে

এই তবে হিন্দুয়ানি!
জপতপ এতই মেকি
গৈরিক যৌনবিকার
উল্লাসে আত্মহারা!

গুজরাট দাঙ্গাপথে
পেট্রোল পুলিশ ঢালে
মোবাইলে বাজতে থাকে
দাঙ্গার জয়ধ্বনি

মুসলিম আমেদাবাদ
হিন্দুর আমেদাবাদ
ভাগ হয়ে জ্বলতে থাকে
জ্বলে যায় গান্ধীবাদও

রাষ্ট্রের বুকের ওপর
ধর্ষণ চলতে থাকে
বেঁচে আছি এ কোন দেশে!
বেঁচে আছি, সত্যি নাকি!

নারী-ডট-কম

আজ আমাদের কমপিউটার দিবসে
এসো হাত রাখি নারী-ডট-কম বোতামে
মেয়েদের এই নিজস্ব ইতিহাসটা
নিরক্ষরতা থেকে নারী-ডট-কম

মেয়েটির কাছ থেকে একদিন তোমরা
কেড়ে নিয়েছিলে বেদ পড়বার সুযোগও
তোমরা বললে মেয়েরা শুধুই ঘরগী
সংস্কৃতির অধিকারী শুধু পুরুষ
মেয়েদের ভাষা, শূদ্রের ভাষা আলাদা

হাজার বছর পেরিয়ে যখন মেয়েটি
প্রস্তুতি নিল বালিকা বিদ্যালয়ের
বেথুন এবং বিদ্যাসাগর সহায়
তোমরা বললে,
লেখাপড়া জানা মেয়েরা বিধবা হবেই

তারপর যেই অফিসে পা দিল মেয়েটি
শাশুড়ির মুখ হাঁড়ি হল আর বরটি সন্দিহান
তোমরা বললে,
বউয়ের টাকা সংসারে কোন কাজের?
ঝড়ঝঞ্ঝার সঙ্গে মেয়ের যুদ্ধ

তিল তিল করে হাজার বছরে মেয়েটি
অর্জন করে নিয়েছে মেধা ও শক্তি

ভেতরে তপ্ত হৃদয়, ওপর শান্ত
আজ অর্ধেক আকাশ মেয়ের তালুতে

করতলগত আমলকী এই দুনিয়া
বোতাম টিপলে মেয়ের হাতের মুঠোয়
একদিন যাকে অক্ষরজ্ঞান দাওনি
তার হাতে আজ কমপিউটার বিশ্ব।

আমাদের জন্মকথা

দূর দেশ থেকে হেঁটে আসছিলাম
কোন ইতিহাস থেকে...
কবে যেন আমাদের জন্ম হয়েছিল।
আমরা অর্থাৎ— নারী, রমণী, মানবী
আমাদের জন্মকথা লেখাই হয়নি
ব্রহ্মা থেকে মনু আর মনু থেকে মানবসন্তান
আশ্চর্য!
এই ইতিহাসে কোনও নারীজন্ম নেই!

যেন এমনি এমনিই পুরুষেরা সব জন্মে গেল
মা নেই, মাতৃগর্ভের কোনও গল্প নেই
নেই তিল তিল করে বড় করে তোলা
নেই ছেলের অসুখে রাতজাগা উদ্বেগ মমতা
যেন ‘মা’ বলে কারও উপস্থিতি ছাড়াই
ব্রহ্মার পেট থেকে মনু জন্মালেন!

এ রকম অদ্ভুতুড়ে সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে
আমাদের মাতৃঘাতী সভ্যতার শুরু
আমাদের গর্ভজাত সন্তানেরা আজও মাতৃপরিচয়হীন
আমাদের চিরদুঃখী বছর বিয়োগি মা, স্নেহ মা
ঘুঁটেকুড়ানি মা আর অভাগা বাঁজা মা
নিহত ভ্রূণের মা ও হাসিখুশি ভিটামিন মা
আর আমাদের সদ্যোজাত কন্যাগণ সকলেই
পিতৃতন্ত্র নামে এক ইটের তলায়

চাপা পড়া ঘাস হয়ে যুঝে চলেছি।

সবুজ দুপুরবেলা

কোথায় পালালো সবুজ দুপুরবেলারা
মনে পড়ে সেই হঠাৎ খুশির স্টেশন
মদনপুরের ধানক্ষেতে নেমে পড়া
গ্রামের বউদি কাঠাল পাতার ঠোঙাতে
মুড়ি নারকোলে মেখে দিয়েছিল মমতা
আমরা দুজন তখন বাতাসে উড়ছি
একটি তরুণ একটি তরুণী সেখানে
বৃষ্টির মতো কবিতার ফোঁটা পড়ত
মেয়েটির কান ভিজে যেত সেই শব্দে
যুবক তখন বজ্র দেবতা ইন্দ্র
কোথায় পালালো স্বপ্নের দিন-রাত্রি
এখন বড্ড ব্যস্ত আমরা জীবনে
মাঝে মাঝে ঢেউ হাতছানি দেয় গোপনে
সবুজ দুপুর কিংবা স্বপ্ন রাত্রি
মাঝে মাঝে ঘোড়া ছুটে আসে নীল বাগানে
বাগানও ঘোড়াকে জড়ায় আষ্টেপৃষ্ঠে
নিঝুম স্টেশনে ট্রেন থামলেই এখনও
কাঁঠাল পাতায় মোড়ানো দুপুরবেলারা ...

আমি ও পৃথিবী

হ্যাঁ আমি পৃথিবীগর্ভা
আমারই ঘাম রক্ত ক্লেশ থেকে জন্ম নিয়েছিল
এক অগ্নিগোলক।
জলমাটি সোঁদাগন্ধ মাখা এক মায়াময় গ্রহ
জন্মে সে বলল আমি স্বয়ং তোর মা
তা হলে পৃথিবী আগে নাকি এই নারী?
নারী আগে নাকি এই প্রগাঢ় পৃথিবী?
হতে পারে, হতে পারে সব অসম্ভব
হয়তো আমিই এই পৃথিবীর মেয়ে
হয়তো পৃথিবী আর সূর্যদেবতার এক অলৌকিক সঙ্গম মুহূর্তে
X ও Y ক্রোমোজম এই আমাকে গড়েছে
আমি আদিগন্ত, আমি সীমাহীন, আমি সৃষ্টিছাড়া
স্বপ্নের জাতিকা হয়ে বারবার এখানে এসেছি
পৃথিবীর গর্ভে আমি জন্ম নিয়েছি বারবার
আমার নিজের গর্ভে পৃথিবীকে তিল তিল নির্মাণ করেছি
পৃথিবী এবং আমি সহোদরা কখনও কখনও
কখনও জননী আমি, কখনও কন্যা
এইভাবে আমাদের রক্তের গোপনে
ভালবাসা গড়ে ওঠে আত্মরতিময়
বেঁচে থাকি এইভাবে দুজনকে আঁকড়ে দুজনে—
মাতা-কন্যা, সহোদরা, আমি ও পৃথিবী।

প্রণয়পথ

নিজস্ব সংবাদদাতা, আনন্দবাজার পত্রিকা:

প্রেসিডেন্সি কলেজের ত্রিকোণ প্রণয়ে
 ধর্ষণ, খুনের চেষ্টা, প্রেম প্রতিশোধ
 খবরের শিরোনাম ওরা তিনজন।
 রম্ভা ভালবেসেছিল আকাশ দত্তকে
 আকাশ যখন তার মফস্সল ছেড়ে
 কলকাতা এসেছিল কলেজে পড়তে
 রম্ভা ঠিক করে সেও প্রেসিডেন্সিতেই...
 কিন্তু কলকাতা এসে রম্ভা দেখল
 বিদিশাকে ভালবাসে আকাশ এখন
 রম্ভাকে দেখলে তার শিরা দপদপ
 ত্রিকোণ প্রেমের মধ্যে প্রবাহিত হয়
 ঘৃণা রাগ ভালবাসা প্রতিহিংসা লোভ

তারপর খবরের শিরোনাম ওরা
 আকাশ রম্ভাকে প্রেম দিতে না পারলেও
 তুলে নিয়ে গিয়ে ওকে ধর্ষণ করেছে—
 বিদিশা প্রথমে ঠিক বুঝতে না পেরে
 রম্ভাকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য
 আকাশের পাশে ছিল। কিন্তু তারপর
 অসহ্য আবেগে আর সহিতে না পেরে
 আকাশের গায়ে ক্ষুর চালিয়ে দিয়েছে

সংবাদের পাতা হাতে রক্ত হিম হয়

রক্তহিম, রক্তহিম প্রণয়ের পথ।

পিছড়ে বর্গ

শরীর ভরা যৌনব্যথা
শুষ্ক ত্বকে দন্তক্ষত
আমরা যত মেয়ের দলে
পিছিয়ে পড়া জেলার মতো

নুন আনতে পান্তা ফুরায়
দিল্লি তবু কৃপণ হস্ত,
আমরা যত মেয়ের দলে
প্রভুভক্ত, সেবায় ব্যস্ত

দিল্লি আমার প্রভু এবং
আমি দিল্লির দাসী বাংলা
রাতেরবেলায় যৌনসেবা
দিনেরবেলা বুড়ো আংলা

বন্যা খরা অপুষ্টিতে
গ্রামকে গ্রাম জীবন শেষ
আমরা যত মেয়ের দলে
পিছিয়ে থাকা বঙ্গদেশ।

ফুলনদেবীর কথা

হ্যাঁ আমি খারাপ মেয়ে, গণধর্ষিতা
আমাকে কখনও কেউ ভালবেসে পুতুল গড়েনি
আমার জঠরে কোনও কন্যাভ্রূণ শব্দ করেনি
আমি নই সতীত্বের প্রতিমূর্তি সীতা

আমিই সংহার তবু আমি রুদ্র কালী
বেহমাই বেরহোরে রক্ষমাটি কঠিন পাথরে
আমারই ত্রিশূলে কত রাক্ষসেরা মরেছে বেঘোরে
তবু আমি অনর্গল ছুটে মরি খালি

কে যেন পেছনে শুধু ধাওয়া করে আসে
তাড়া খাওয়া জন্তু আমি দিগ্বিদিকে ছুটি
একটু আশ্রয় চাই, এক টুকরো রুটি
একটা পুরুষ চাই, যেন ভালবাসে

হ্যাঁ আমি দলিত মেয়ে, কালো রং ত্বক
যে রকম ভারতের লক্ষ কোটি মেয়ে
তাই বলে মাটিজলে এতটুকু অধিকার চেয়ে
কী ভুল করেছি বলো উঁচুজাত হে মহানায়ক?

তোমরা আমাকে যারা একে একে ধর্ষণ করেছ
মেয়ে বলে, কালো বলে, নিচু জাত বলে
তোমরা আমাকে যারা একে একে চুম্বন করেছ
কামুক ঠোঁটের চাপে চুষে পিষে ডলে

শেষযুদ্ধে সকলের সামনে দাঁড়াই
একটা মারলে তার রক্ত থেকে আরেক জন্মায়
সেই দিন কালীপূজা, রক্তটীকা লাগাই মাথায়
এ রকম প্রতিশোধ নিতে পারে এক ধর্ষিতাই

কত শত শত মেয়ে আমার মতন অপমানে
দড়ি ও কলসি নিয়ে ডুব দেয় নদীর গহনে
কেবল একটি মেয়ে শোধ নেয় বারুদদহনে
ডাকাতে কালীর কথা লেখা হয় ফুলনের গানে।

আমি ও আমেরিকা

সেপ্টেম্বর, ২০০১

‘আমাদের ছোটনদী চলে আঁকে বাঁকে’
মার্কিন রণতরী জলে ভেসে থেকে

কোন জলে! দূর জলে, আরব সাগরে
আফগান জনগণ ভাগোরে ভাগোরে!

বাজারের কী খবর জলে ও জঙ্গলে?
গাছে তুলে মই কাড়ে ব্যবসায়ীদলে

কোথায় কে বোমা ছোড়ে, কোথায় কে মরে
তার ছায়া এসে পড়ে আমাদের ঘরে

আমাদের ছোট মুখে বড় কথাগুলি
নস্যাৎ করে দেয় ডলারের বুলি

ঘুঁটে পোড়া দেখে হাসে গোবরের রাশি
কাবুলের পথে বোমা ভারতের হাসি

আমাদের ঘরে ঘরে আমেরিকা-ভজা
যত ওর দাদাগিরি তত পাই মজা

একদিন ওই বোমা হাত ফসকালে
বুঝবে কেমন করে বাঘ পড়ে পালে

ইসলামি বোমা আর কেরেস্তানি বোম

আমাদের পোখরানে হর হর ব্যোম

আমেরিকা ভাজা মাছ উল্টে খায় না
শুধু একবার খাবে, ধরেছে বায়না

ওটা ভাজা মাছ নয়, গরম শলাকা
স্তম্ভ ভেঙে দিয়ে যায় হংস বলাকা

ঘর পোড়া গরু আমি, তৃতীয় বিশ্ব
সিঁদুরে মেঘের ভয়ে হয়েছি নিঃশ্ব

তুমি যদি ভাল থাকো আমি ভাল নেই
আমাদের বাসমতী, তুলসীও সেই

আমাদের নিমগাছ তোমাদের চাপ
নিয়েছ নিজের করে ফাঁক বুঝে ঝাঁপ

তুমি রাজা আমি প্রজা, তুমি দাদাগিরি
আমি তো তলিয়ে যাওয়া পাতালের সিঁড়ি

এভাবে ক' দিন যাবে! ক' দিন সইব!
পরমাণু অস্ত্র গেল এবার জৈব

এসপার ওসপার হয়ে যাক তবে
পেন্টাগন নড়ে গেলে যুদ্ধ শেষ হবে।

জি আই জো সেনাদল আমার বাড়িতে
যুদ্ধের মহড়া দেয় গোপন খাঁড়িতে

আমার ছেলের ঘরে মার্কিন পুতুল
খায় দায় গান গায় বিষালী ধুঁধুল

ওই বিষ ঢুকে যাবে ছেলের শরীরে
হিংসার জয়গান বিষমাখা তিরে

খ্রিস্টান মুসলিম হিন্দু প্রতিবেশী
আমরা জোরসে কষে করি রেষারেষি

কোন ভগবান বড়, গড না আল্লা!
আমাদের মাঠে চলে ভীষণ পাল্লা

ওদিকে মার্কিন দেশ মানবতা মাপে
মানবতা হুক্মরে ছোট দেশ কাঁপে

ছোট মানে ছোট নয়, মোহব্বতে বড়
তবুও মানুষগুলো প্রায় মরো মরো

একশো কোটিতে মেয়ে ছয় লাখ কম
হেলাফেলা পড়ে থাকে নারী ডট কম

এহেন অভাগা দেশে এলে বিশ্বায়ন
ছেঁড়া কাঁথাতেও লাগে ডলার দহন

দেখে শুনে মনে হয় এ বড় কমিক
আমেরিকা আর আমি মালিক-শ্রমিক।

শুভম তোমাকে

শুভম তোমাকে অনেকদিন পরে
 হঠাৎ দেখেছি বইমেলার মাঠে
 গত জন্মের স্মৃতির মতন
 ভুলে যাওয়া গানের মতন
 ঠিক সেই মুখ, ঠিক সেই ভুরু!
 শুধুই ঈষৎ পাক ধরা চুল
 চোখ মুখ নাক অল্প ফুলেছে
 ঠোঁটের কোনায় দামি সিগারেট
 শুভম, তুমি কি সত্যি শুভম!

মনে পড়ে সেই কলেজ মাঠে
 দিনের পর দিন কাটত কীভাবে
 সবুজ ঘাসের মধ্যেই ছিল
 অন্তবিহীন সোহাগ ঝগড়া!
 ক্রমশই যেন রাগ বাড়ছিল
 তুমি চাইতে ছায়ার মতন
 তোমার সঙ্গে উঠব বসব
 আমি ভাবতাম এতদিন ধরে
 যা কিছু শিখেছি, সবই ফেলনা!
 সব মুছে দেব তোমার জন্য?

তুমি উত্তম-ফ্যান তাই আমি
 সৌমিত্রের ভক্ত হব না!
 তোমার গোষ্ঠী ইস্টবেঙ্গল

আমি ভুলে যাব মোহনবাগান!
তুমি সুচিত্রা, আমি কণিকার
তোমার কপিল, আমার তো সানি!
তোমার স্বপ্নে বিপ্লব তাই
আমি ভোট দিতে যেতে পারব না!

এমন তরঙ্গা চলত দুজনে
তবুও তোমার ঘামের গন্ধ
সস্তা তামাক স্বপ্নের চোখ
আমাকে টানত অবুঝ মায়ায়
আমার মতো জেদি মেয়েটিও
তোমাকে টানত প্রতি সন্ধ্যায়
ফাঁকা ট্রাম আর গঙ্গার ঘাটে

তারপর তুমি কমপিউটার
শেখার জন্য জাপান চললে
আমিও পুণের ফিল্মি কোর্সে
প্রথম প্রথম খুব চিঠি লেখা
সাত দিনে লেখা সাতটা চিঠি
ক্রমশ কমল চিঠির সংখ্যা
সপ্তাহে এক, মাসে একটা
ন' মাসে ছ' মাসে, একটা বছরে
একটাও না... একটাও না...
ডাক বাস্তবের বুক খাঁ খাঁ করে
ভুলেই গেছি কত দিন হল,
তুমিও ভুলেছ ঠিক ততদিন

তারপর সেই পৌষের মাঠে
হঠাৎ সেদিন বইমেলাতে

দূরে ফেলে আসা গ্রামের মতো
তোমার মুখটা দেখতে পেলাম
শুভম, তুমি কি সত্যি শুভম!

ধবংসবার্ষিকী

আজকে আমাদের ধবংসবার্ষিকী
তুমুল হুল্লোড়ে উদ্‌যাপন হোক।

আজকে ধবংসের বছর ঘুরে এলে
বারুদে বন্দুকে পালন হবে শোক

আঘাতে মাজা ভাঙা দস্ত পোড়া ছাই
ছড়িয়ে পড়ছিল আতুর আফগানে

বছর ঘুরলেও কাবুলি বালকের
হাতের থালাখানি খিধের মানে জানে

পাহাড় তোরাবোরা অপেক্ষায় আছে
কবে সে ফিরে আসে স্বপ্ন প্রতিশোধে

গরিব রুখুশুখু মাটির ওপরেই
বিমান উড়ে আসে আকাশ ভরা ক্রোধে।

আমাদের গুজরাট

ছোট ছোট আয়নার
গুজরি ওড়না
শাহরুখ টেনে ধরে
জুহি বলে ছোড়্ না

আয়নার কাচগুলি
কে সেলাই করল?
হয়তো সে অভাগিরা
দাঙ্গায় মরল!

বাঁধনির রঙে ভরা
উজ্জ্বল শাড়িটা
রাঙিয়েছে মতিবিবি
ভাঙা তার বাড়িটা

দুখু মিয়াঁ কারিগর
গড়ে জলচৌকি
ধর্ষণকারীদের
হাতে তার বউ কি!

জেগে থাক, জেগে থাক
রহো সব জাগতে
কখন কে বোমা মারে
রেডি থাক ভাগতে

আমাদের গুজরাট
ছিল ভারি শান্ত
সাপ আর নেউলের
শান্তি কে জানত!

পাণ্ডুর মৃত্যু

একদা এক অরণ্যের
 সবুজ অঙ্গনে
 জোড়া হরিণ মিলিত হয়
 নিবিড় সঙ্গমে
 দেখে তাদের বৃক্ষলতা
 প্রণয়ে থরো থরো
 পাখপাখালি ওদের প্রেমে
 সাক্ষী হল জড়ো
 হরিণ দম্পতির সেই
 কামনাঘন প্রণয়
 বিদ্ধ হল হিংস্র এক
 অস্ত্রে সেই সময়

মৃগয়াবশে পাণ্ডুরাজ
 কাকে ছোড়েন শর?
 হরিণ নয় হরিণ নয়
 ছদ্মবেশী নর।
 হরিণরূপ ধারণ করে
 কিমিন্দম মুনি
 পুত্রার্থে স্ত্রীসঙ্গম
 করছিলেন শুনি!
 হরিণ ভেবে তাকেই তির
 ছুড়েছিলেন আর্য
 আহত মুনি শাপ দিলেন—

মৃত্যু অনিবার্য
যেই না রাজা মৈথুনের
ভঙ্গি করবেন
দ্বীপসঙ্গমে এইভাবেই
পাণ্ডু মরবেন।
শাপগ্রস্ত রাজা তখন
গহন শোকে কাতর
বিলিয়ে দেন অলঙ্কার
মাল্য আর আতর
হংসকূট, চৈত্ররথ
পর্বতের গাঁটে
পাণ্ডু তার পত্নীদের
সঙ্গে নিয়ে হাঁটে
রাজ্য ছেড়ে বনে চলেন
প্রব্রজ্যার খোঁজে
কুন্তী আর মাদ্রী তার
পেছনে পদব্রজে
পাণ্ডু তার রানিকে ডেকে
বলেন, ওগো কুন্তী
অনুর্বর পুরুষ আমি,
ব্যর্থ তুণ তির,
যেভাবে আমি ব্যসদেবের
উরসজাত পুত্র
সেইভাবেই আনপুরুষ
হোক তোমার সূত্র
মাথায় হাত রেখে বলছি
অভিশপ্ত স্বামী
ব্রাহ্মণকে ডাক পাঠাও

হয়ে পুত্রকামী

*

তখন কুন্তী তার গোপন স্ফটিক
পাণ্ডু রাজার কাছে ধরলেন মেলে
চলে আসবেন তার আহ্বান পেলে
স্বর্গচ্যুত দেবগণ, নাগর রসিক

কারণ সে মোহময়ী কুন্তীর সেবায়
পরিতৃপ্ত দুর্বাসাও দিয়েছেন বর
একদিন শিহরিত কুন্তী তারপর
উষালগ্নে অলিন্দের মৃদুমন্দ বায়

সূর্যকে মস্তুর ঘোরে পাঠালেন ডাক
নিবিড় আলোষে আর পুত্র কামনায়
সূর্য তাকে ঢেলে দেন তেজপুঞ্জরাশি

তবে কুন্তী সেই মস্ত্রে প্রস্তাব পাঠাক
গুঢ় কথা শুনে পাণ্ডু হাতে চাঁদ পায়
তিনপুত্র চাই তার— রোদ, জল, হাসি।

*

ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্র আর
কুমার অশ্বিনী
যতই তার রাজ্ঞীদের
করেন গভিণী
পাণ্ডু তত বিষাদময়,
পুরুষকারহীন

শেষে তারও ধৈর্য বাঁধ
ভাঙল একদিন
বসন্তের কুঞ্জবনে
মাদ্রী ছিল একা
সবলে তাকে বুকে জড়ান,
লাগল বুকে ছাঁকা

হরিণদের রতিবিধুর
দীর্ঘনিঃশ্বাস
নিংড়ে নিল পুরুষটির
প্রাণের ফিসফাস
শিকারি শেষে শিকার হল,
অস্ত্র হল রোধ
নিরীহ এক হরিণ, সেও
নিয়েছে প্রতিশোধ!
পাণ্ডবের জন্ম হয়,
পাণ্ডু মারা যায়
কীতিহীন, বীর্যহীন
তৃণের শয্যায়।

তিনি আর রাধা

প্রতিদিন ভোর হলেই পাড়ায় পশ্চিমা
এক মেথ্রানি আসে, নাম তার রাধা
পাড়ার লোকেরা যথা নিয়মেই
কোনওদিন তাকে নিয়ে মাথা ঘামায়নি
মেথ্রানি যে রকম হয় সে রকমই
ঝাঁটা ও বালতি নিয়ে রাঙা শাড়ি পরে
প্রতিদিন সেও নোংরা তুলে নিয়ে যায়
যেভাবে জীবন তার কেটে যাচ্ছিল
সেইভাবে কাটিয়েছে কয়েক হাজার

চ্যাটার্জিবাড়ির তিনি রোজকার মতো সেদিনও
পড়তে যাচ্ছিল সেই ভোরের রাস্তায়
এমন সময়ে এসে দুটি লাল বাইক থামল
তিনিও ওড়না ধরে টান দিল ওরা
হাত থেকে বইপত্র রাস্তায় ছড়াল
তিনি চিৎকার করে উঠতেই ওরা
বাইকে তোলার জন্য হাত ধরে টানতে লাগল

রাস্তার ওপারে রাধা, দু' চোখে স্কুলিঙ্গ
তার মনে পড়ে গেল বচপনে তাকেও
শিকারিরা বলেছিল এসে— ‘চল, শালি’
তিনিকে যখন ওরা বাইকে বসাল
রাধা ততক্ষণে ছুটে এসে ঝাঁটা মেরে
ময়লা উপুড় করে ঢেলে দিল ওদের মাথায়

নোংরায় দুর্গন্ধে চোখ বন্ধ বাইকের—

তিনিকে উদ্ধার করে ছুট দেয় রাধা

রাধাকে জড়িয়ে ধরে তিনি তার ঠাকুরকে মনে মনে বলে

বিদ্যে বুদ্ধি সব মিথ্যে, আমাকে রাধার মতো শক্তি দাও আগে।

শুভমকে লেখা চিঠি

শুভম তোমাকে আবার দেখেছি
কাচদেয়ালের আড়ালে
হঠাৎ দেখার ঝাঁকুনির মাঝে
ভিড়ের মধ্যে হারালে

তোমার সঙ্গে ছিল একজন
লাজুকলতার ভঙ্গি
তোমার বাহুতে আহ্লাদী মাথা
রেখেছিল মধুরঙ্গী

নিশ্চয়ই সেই মেয়েটি তোমার
মনের মতন বাধ্য
যা বলো তা শোনে তখনই
না বলার নেই সাধ্য!

তুমি যদি বলো চাইনিজ খাবে
সেও তাই খেতে চাইবে
তুমি যদি বলো হিটলার ভাল
সেও তার গান গাইবে

মেয়েটি ক্রমশ খুন কোরে তার
ভাবনা চিন্তা ইচ্ছে
নিজেকে তোমার মনের মতন
বানিয়ে তুলতে শিখছে

ভালই করেছ ওকে বেছে নিয়ে
আর বিচ্ছেদ ঘটেনি
আমার কাঁধে তো ডানা বাঁধা আছে
তোমার সঙ্গে পটেনি

আমার দু' পায়ে চরকি লাগানো
আমার মাথার পোকারা
বিশ্বপৃথিবী দেখে নিতে চায়
আমাকে বোঝে না খোকারা

শুভম তোমার সোনার খাঁচায়
পুষতে চেয়েছ ময়না
একটি ময়না পালিয়ে বেঁচেছে
বন্দি লাজুক নয়না।

রেডলাইট নাচ

উর্বশীর মেয়ে ওরা মধুমঞ্চে নাচতে এসেছে
সমস্ত শরীর যেন প্রতিবাদ, সালমা খাতুন
কালো সালোয়ার পরা মেয়েটি দাঁড়াল মঞ্চে এসে
ওর কণ্ঠে কথা বলে উঠছিল কথামানবীরা

দৃপ্ত কালো আগুনের মতো ওই মেয়েটিকে দেখে
বুঝতে পারেনি কেউ
ওর রক্তে ঢুকে গেছে পজিটিভ এইচ আই ভি
একটা একটা কোষ মরে যাচ্ছে পল অনুপল
আর মাত্র এক মাস আয়ু আছে ওর

বেবি সিং মঞ্চে এসে দাঁড়াল এবার
রোগা বর্নার মতো তিরতিরে মেয়ে
নাচের মুদ্রায় এত তির্যক বিদ্রোহ!
বাপের হৃদিশ ঠিক বুঝতে পারেনি কোনওদিন
মায়ের ধারণা, কোনও সর্দারজিই হবে ওর বাপ
বেওয়ারিশ জন্মের লজ্জায় ঘৃণায়
হোমে থাকতে এসেও মাঝরাতে কেঁদে ওঠা বেবি
পচা সমাজের দিকে নাচের মুদ্রায় যেন লাথি ছুড়ছিল—

বীনা সর্দার খালি গলায় এমন গান গেয়ে উঠল যে
মধুসূদন মঞ্চের বাতাস করুণ হয়ে এল
তেজী হরিণীর মতো সারা মঞ্চে নেচে বেড়াচ্ছে সে
কে বলবে, তিনবার ওকে বিক্রি করে দিয়েছিল ওর বাবা!
নেপাল বর্ডার থেকে পুলিশ উদ্ধার করে এখানে এনেছে

পুরনো কথার ঘায়ে মাঝে মাঝেই ওর মাথা খারাপ হচ্ছে।

গঙ্গা মল্লিক এই মঞ্চে এসে কী আশ্চর্য কবিতা বলছে!

কথামানবীর কণ্ঠে শাহবানু, বেহুলা, দ্রৌপদী

কীভাবে গঙ্গার মধ্যে সব একাকার!

বালিকাবয়সে ওর কাকা ওকে নিয়মিত ধর্ষণ করত

দগদগে ক্ষত নিয়ে কথামানবীর মঞ্চে এখন সে বাঁচতে এসেছে

বীনা গঙ্গা বেবি বা সালমা, ফুটফুটে এই কিশোরীরা

যে কেউ আমার ছাত্রী হয়ে ব্যাগ কাঁধে এসে দাঁড়াতে পারত

মহারানি কাশীশ্বরী কলেজের দরজায়

বদলে ওদের কোনও স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে

মার খাওয়া জন্তুর মতো পালিয়ে এসেছে ওরা মাথা নিচু

উর্বশীর মেয়েগুলি আমাদের পৃথিবীতে বাঁচতে চাইছে।

গোলাপবাগানে

গোলাপবাগানে গনধর্ষণ
মেয়েটি একলা ওরা পাঁচজন

বাঁধা দিয়েছিল
প্রাণপণে মেয়ে
ওরা এসেছিল
আকর্ষণে
গোলাপে মিশেছে
মদের গন্ধ
কে ওকে বাঁচাবে
গাছেরা অন্ধ
অসহায় মেয়ে লড়ে প্রাণপণ
মেয়েটা একলা ওরা পাঁচজন

গনধর্ষণ শেষ হয়ে গেলে
পালিয়ে গিয়েছে পাঁচজন ছেলে
চিৎকার শুনে
এসেছিল যারা
তারাও পালায়
সামনে সাহারা
লোকনিন্দার জিভ শনশন
মেয়েটি একলা ওরা পাঁচজন

বাঁচতে চায় সে স্বাভাবিক ভাবে
সমাজ তাকেই খুঁতো বলে ভাবে

ধৰ্ষণ এক
দুৰ্ঘটনাই
সেই স্মৃতি মুছে
বাঁচবে মনাই
মেয়েটির পাশে আরও পাঁচজন
এমন সুদিন আসবে কখন?

সিঁথি

সাদা খাতার মতো তোমার সিঁথি
 বলল ওরা, রঙিন শাড়ি আর পরো না বীথি
 মনে তোমার ওমনি অভিমান!
 গয়না খোলা শূন্য হাত কান
 ও মেয়ে তুই নিজের কথা ভাব
 এই জগতে এমনটাই তো রীতি
 হলই বা তোর সাদা খাতার সিঁথি!

বলল ওরা অপয়া তুই মেয়ে
 যাসনে যেন শুভ কাজেও ধৈর্যে
 ওমনি তুমি মুষড়ে পড়ো নাকি!
 এখনও তোর অনেক পথ বাকি
 এখনও তুই পেতে পারিস ভালবাসার চিঠি
 হলই বা তোর সাদা খাতার সিঁথি

স্বামী গেছেন, তুই তো বেঁচে থাক
 বস্তাপচা নিয়ম জলে যাক
 নিজের মুখে আয়না ফেলে দেখ্
 টিপ পরলে এখনও ঝিনচ্যাক
 তোর ছোঁয়াতে ধন্য হবে শুভ কাজের তিথি
 হলই বা তোর সাদা খাতার সিঁথি।

সাম্প্রদায়িক

আমি হতেই পারি সাম্প্রদায়িক
তবে রাত্রিবেলা মাথার কাছে
গান শোনাতে বসেন এসে
বেগম আখতার

আমি হতেই পারি সাম্প্রদায়িক
তবে ছোটবেলায় অসুখ হলে
ওষুধ দিয়ে সারিয়ে দিতেন
আমেদ ডাক্তার

আমি হতেই পারি সাম্প্রদায়িক
তবে দিনের শেষে চ্যানেল খুলে
শারুখ খানের লম্ফবাম্ফ
দারুন পিছুটান!

আমি হতেই পারি সাম্প্রদায়িক
তবে পাহাড়ি ট্রেন সবুজ বিকেল
ছাঁইয়া ছাঁইয়া সুরে মাতান
এ আর রহমান

আমি হতেই পারি সাম্প্রদায়িক
তবে গালিব এবং ওমর খৈয়াম
ছাড়ব না তো আর

আমি হতেই পারি সাম্প্রদায়িক
তবে বিদ্যুৎ আর গতি মানেই
বাইশ গজের সবুজ ঘাসে

শোয়েব আখতার

আমি হতেই পারি সাম্প্রদায়িক
তবে পর্দা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে
অভিনয়ের চরিত্রেরা
শাবানা আজমির

আমি হতেই পারি সাম্প্রদায়িক
তবে কেদার বদ্রী যত আমার
ততই কাশ্মীর

আমি হতেই পারি সাম্প্রদায়িক
তবে অভিনেতার মধ্যে প্রিয়
নাসিরুদ্দিন শা

আমি হতেই পারি সাম্প্রদায়িক
তবে সাম্প্রদায়িকতার পথে
দারুণ হিংসা।

শত্রুর দিন

বন্ধু যখন বন্ধু না আর
সেই তো তখন ভীষণ শত্রু
সে কথা জানেন কবির এবং
সে কথা জানেন আমার খসরু

দশ বছরের দুজন বাচ্চা
একে অন্যের দারুণ বন্ধু
পরমুহূর্তে ভীষণ ঝগড়া
তাক করে ধরে খেল-বন্দুক

ফ্রেন্ডশিপ-উইক চলছিল বেশ
হঠাৎ একটি অশুভ মিনিটে
বাচ্চাটি তার বন্ধুকে বলে
উইশিং ইউ অ্যান এনিমি ডে

বড়রাও ঠিক সে রকম ভাবে
প্রিয় বন্ধুকে শত্রু বানায়
আজ যার সাথে গলাগলি ভাব
কাল তার দিকে অস্ত্র শাণায়

গতকাল ছিল এক ভূখণ্ড
আজকে ভারত পাকিস্তান বা
গতকাল ছিল বাংলা বিহার
কোল-মাফিয়ার আজ ধানবাদ

আজ আমাদের সকলের মা যে
ভাগের জননী কাল হয়ে যায়
সন্তানদল ভাগ হতে থাকে
কামতাপুরীতে, জনযোদ্ধায়

বন্ধুতে আর শত্রু দলে
ভাগ হয়ে যায় সকল ব্যক্তি
বন্ধুত্বের সাত দিন আর
শত্রুর দিন কেবল একটি!

রূপসী বাংলা ভাগ হয়ে গেছে
কজন বন্ধু কজন শত্রু!
সে কথা জানেন জীবনানন্দ
সে কথা জানেন আমির খসরু।

ধনতেরাস

‘Jewellery is a woman’s greatest weakness and a man’s biggest expense’

Graffiti, The Telegraph

মধ্যরাতের সোনার বাজারে
ঝরঝর ধনবর্ষা
এক কুচি সোনা কিনতে পারলে
গণেশ লাভের ভরসা

যুগে যুগে সোনা খুঁজতে বেরোয়
হাড় হাভাতের রাশ
মদগর্বিত সোনার পুরুষ
সাজায় ধনতেরাস

সোনা মানে এক দারুণ গর্ব
উদ্বেল পৌরুষ
সোনা মানে বন্দিণীর স্বপ্ন
পুরুষের দেওয়া ঘুষ

স্বামীসোহাগিনী পরম গর্বে
পরেছে সোনার গয়না
হায় সে বোঝে না পরাধীন সেও
সোনার খাঁচায় ময়না

যে মেয়ে সোনার হরিণ ধরতে
উন্মাদ হয়েছিল

সেই একদিন সোনার গয়না
পথে পথে ফেলে দিল

সোনার গহনা আনুগত্যের
নিভুল এক ছন্দ
সোনার গহনা ধনগর্বের
প্রতীক বলেই মন্দ

দু' হাত ভর্তি সোনা আনলেই
সোনার পুরুষ নাকি!
সোনার তলায় জমতে থাকে যে
দুখিনীর ভাগে ফাঁকি।

আর পরব না সোনার শেকল
মাটির গয়না পরব
সোনা চাই না গো, ভালবাসা দিও
ভালবাসাতেই মরব।

বালিকা ও দুষ্টলোক

বালিকাকে যৌনহেনস্থার দায়ে স্কুলবাসের ড্রাইভার ও হেল্লার ধৃত—

সংবাদ, আগস্ট, ২০০১

স্কুলবাসের বাচ্চা মেয়ে
সবার শেষে নামে
সঙ্গীগুলো বিদায় নিলে
তার কেন গা ঘামে!

বাসের কাকু বাসের চাচা
কেমন যেন করে
হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে দিয়ে
আমায় নিয়ে পড়ে

কাকু জেঠুর মতন নয়
দুষ্ট লোক ওরা
মাগো আমার বাস ছাড়িয়ে
দাও না সাদা ঘোড়া!

দুষ্ট কাকু দুষ্ট চাচা
থাকুক না তার ঘরে
বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে কেন
অসভ্যতা করে!

এই পৃথিবী সাদা কালোয়
মন্দ এবং ভাল

তবুও কেন এই জীবনে
ঘনিয়ে এল কালো?

আমার কিছু ভাল্লাগে না
স্কুলের বাসে ভয়
মাগো তোমার পায়ে পড়ি
ওই বাসে আর নয়

আমাকে আর কিছুতে যেন
না ছুঁতে পারে ওরা
আমাকে দাও সবুজ মাঠ
পক্ষীরাজ ঘোড়া।

অনাবাসীর চিঠি

এখানে জীবন বড় মায়াময়
বদলে গিয়েছে সমাজ সময়
এখানে সুখের ঘর বানিয়েছি
তপ্ত দুপুরে সারাদিন এ সি
তবু মনে পড়ে ধূ ধূ বাংলায়
বন্ধুরা মিলে শীতে বরষায়
চায়ের কাপেই তুলেছি তুফান
রকে বসে বসে সিনেমার গান

মন খারাপের বিকেলবেলায়
একটি মেয়েকে মনে পড়ে যায়
দেশে ফেলে আসা সেই সুখস্মৃতি
ভোলা তো গেল না প্রথম পিরিতি
এ দেশে আরাম এ দেশে ডলার
ছেলে মেয়ে বউ ফিরবে না আর
এখন এখানে নামছে শেকড়
জমিও কিনেছি দু-এক একর

এখানে অশেষ অঢেল খাবার
এখানে পিৎজা হ্যামবার্গার
তবুও মায়ের হাতের শুকতো
মনে পড়লেই ভীষণ দুখ তো!
এখানে বউরা স্বয়ংসিদ্ধা
নিজে হাতে কাজ তরুণী বৃদ্ধা

তবু মনে পড়ে কলেজের সেই
ছিপছিপে রোগা তরুণীটিকেই
বুকে দাগা দিয়ে গিয়েছিল চলে
আজও ডাক দেয় স্মৃতির অতলে

এখানে সুখের ঘর বানিয়েছি
তবু মনে হয় কি যেন হল না
বুক খাঁ খাঁ করে, বোলো না বোলো না
সুখপাখিটিকে হারিয়ে ফেলেছি।

ভাষা

ভাষা মানে তুমি আমি
ভাষা মানে বাংলা
ভাষা মানে বরাকর
থেকে ভাতজাংলা
বাজারের দোকানের
রাস্তার এ ভাষা
কবিতার স্লোগানের
বচসার এ ভাষা
বাংলায় কথা বলি
বাংলায় ছন্দ
তাই নিয়ে এত কথা
এত কেন দ্বন্দ্ব!

আমাদের বেঁচে থাকা
দাঁড়াবার ভঙ্গি
আমাদের শিকড়ের
পিপাসার সঙ্গী
আজ যদি সেই ভাষা
পথে পথে ভিখারি
যদি তাকে তাড়া করে
নিষ্ঠুর শিকারি
তবু ঘুম ভাঙবে না
পশ্চিমবঙ্গী!
একবার জেগে ওঠো

যুদ্ধের সঙ্গী।

ধর্ম গেছে বনে

ধর্মরাজ বনে গেছেন
সঙ্গে পাণ্ডব
রাজ্য জুড়ে চলতে থাকে
তুমুল তাণ্ডব
মানবতার ধর্ম যত
ডুবতে থাকে, তত
জেগে উঠছে রাক্ষসের
ধর্ম ইতস্তত

গোধরা আর আমেদাবাদ
কুরুক্ষেত্রের মাটি
একইভাবে নিরীহদের
রক্তে ভিজে খাঁটি

ধর্মরাজ বনে গেছেন
কত বছর আগে
আজও তার প্রজার দল
প্রাণের ভয়ে ভাগে
কোথায় এক অন্ধরাজ
সিংহাসনে বসে
রাষ্ট্র জুড়ে জল্লাদের
বাচ্চাদের পোষে।

টাকার জাহাজ

কোথায় পাবে সে টাকার জাহাজ
সারাদিন কাজ, সারাদিন কাজ

ছোট ভায়ের স্কুলের মাইনে
না দিলেই কাল নাম কেটে দেবে
পয়সা জোগাড় হয়নি যে আজ
কোথায় পাবে সে টাকার জাহাজ!

সবার খরচ দিতে চায় মেয়ে
বেকার দাদার পান সিগারেট
সকাল বিকেল টিউশন যায়
তাতে দুজনের চলছে না পেট
বাবা মারা যেতে শিরে পড়ে বাজ
কোথায় পাবে সে টাকার জাহাজ!

নুন আনতেই ফুরায় পান্তা
মা ভাই বোনেরা ছেঁড়া কাশ্বায়
সাতাশ বছর বয়সি দুলালি
চোখের তলায় সাতাশির কালি
ওর কথা কেউ ভাবছে না আজ
কোথায় পাবে সে স্বপ্নজাহাজ!

বেথলা

বিধবা হয়েছে মেয়েটি বাসর রাত্রে
লোহার বাসরে সাপ ঢুকেছিল সহসা
দুর্ভাগা মেয়ে বিপদ পেরোয় সাঁতরে

নদীর ওপরে সজল লাজুক শাপলা
নদীর তলায় সাপ ও কুমির ভাসছে
বেথলা জানে না সামনে আছে কী ঘাপলা

ঘাপলা তো ছিল ইন্দ্রসভার গহনে
দেবতারা ছিল গোপন যৌনপীড়ক
শিউরে ওঠে সে ওদের চোখের দহনে

স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনার জন্য
ইন্দ্রসভায় কামনামদির নৃত্যে
দেবতার কাছে নিজেকে করল পণ্য

তোমরা সবাই বললে সে সতীলক্ষ্মী
তোমরা জানো না বেথলা আসলে
ডানা ভাঙা এক বউ-কথা-কও পক্ষী

বাংলার ফুল বাংলার মেয়ে বেথুলা
অপমান ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছি আমরা
তুমি আমি আর আমরা সবাই বেথলা।

গুজরাতি কন্যাশিশু

গুজরাত দেশ যে ছিল
রামধনু সাতবর্ণা
তবে কিনা সে রং ছিল
গিরগিটি বর্ণচোরা

গান্ধীর দেশের লোকে
মিলেমিশে ছিল তো বেশ
সে মিলেই গুপ্তঘাতক
নিধনের স্বপ্ন পোষে

লুণ্ঠন বলাৎকারও
স্বপ্নেই তৈরি হল
অবশেষে চৈতবোশেখে
আগ লাগে বারুদস্তূপে

পাশাপাশি থাকত যারা
সুখেদুখে ভুকম্পনে
নারকীয় হিংসা এসে
দাঁড়িয়েছে তাদের মাঝে

তলোয়ারে এক খোঁচাতে
পোয়াতির গর্ভ ছিঁড়ে
টেনে আনে বাচ্চাটাকে
গৈরিক ধর্মসেনা

ধৰ্ষক পুত্ৰসম
ধৰ্ষিতা মাতৃসমা
মহাভোজ চলতে থাকে
ধৰ্মের মশালতলে

যে শিশুর বাপ মরেছে
যে শিশুর ধৰ্ষিতা মা
ঠাই নেই ত্রাণশিবিরে
গুজরাত স্বদেশ তারও

কান ভাঙা সান্ধি হাতে
দাঙ্গার ত্রাণশিবিরে
দাঁড়িয়েছে কন্যাশিশু
নিষ্পাপ গুজরাতি সে

ওকে দাও একটু রুটি,
একটু আশার আলো
ওকে দাও পায়ের নীচে
দাঁড়ানোর শক্ত জমি।

তহমিনা

এক ছিল মেয়ে নাম তহমিনা
 বারবার হারে লড়াই ছাড়ে না
 প্রথম খসম তাড়িয়ে দিয়েছে
 তালাক তালাক তালাক
 দ্বিতীয় বারের নিকাও ভাঙল
 সে ছিল খুব চালাক
 বারবার তার ভেঙে যায় সিনা
 দুঃখী মেয়ের নাম তহমিনা

তালাক প্রথার বিরুদ্ধে তার
 শুরু হল এক একক লড়াই
 ক্রমশ গ্রামের অন্য লোকেরা
 বাঁধা দিতে চায় উতার চড়াই
 মরদরা খুব খেপে যায় কিনা!
 জঙ্গী মেয়ের নাম তহমিনা

পঞ্চায়েতের নেতারা বলল
 টিল মারো ওকে, একঘরে করো
 একে একে ওর চারপাশে যত
 গ্রামের মেয়েরা এসে হল জড়ো
 এক সুরে বলে মমতাজ, মীনা
 একটি শক্তি-নাম তহমিনা।

পুরুষকে লেখা চিঠি—১

তোমাকে ভালবাসি, তোমার গান গাই
তোমার কথা শুনে আমরা চমকাই

তোমার জন্যই হৃদয় ভরা ব্যথা
তোমার জন্যই পাঁচালি ব্রতকথা

মাটির আঙিনায় তোমারই আলপনা
তোমার কথা ভেবে কাঁথায় জালবোনা

যে দিন তুমি এসে দাঁড়াও চৌকাঠে
অবাক ফুল ফোটে আমার মৌতাতে

তোমার চুম্বনে শরীরে ঝড় মিঠে
তোমার চাবুকের আঘাতে কালশিটে

তোমার জন্যই সিঁদুরে সিঁথি ঢাকি
তোমার সিঁথিপথে বিবাহ রীতিটা কী?

আমার কথা ভেবে করেছ ব্রতগান!
উপোসে রেখেছ কি আমার কল্যাণ!

তোমার পৌরুষ গরিমা প্রাণ পায়
আমার ভালবাসা সহনশীলতায়।

পুরুষকে লেখা চিঠি—২

পুরুষ, ওগো মহামহিম পুরুষ
তোমাকে সেই প্রথম দিনেই বলেছিলাম আমি
চাই না হতে নিষ্ক্রিয়তার পেলব ছবি
চণ্ডীদাসের রামী
তোমাকে চাই, সঙ্গে চাই সমান সমান
আকাশ মাটি কুঞ্জবিলাস, স্বামী

ওগো পুরুষ, মহামহিম পুরুষ
তোমায় দেখে হৃদয় দুরু দুরু
ওগো পুরুষ, আবহমান পুরুষ
তোমার হাতে যে কবিতার গুরু
সেই কাব্যে আমরা বোবা পুতুল
শুধু তোমার ঘর সাজানোর ফুল

তুমি আমার প্রথম বিশ্ব পেন্টাগনের ছবি
তুমি আমার দ্বিতীয় বিশ্ব সমাজবাদের মহাপতন স্বামী

তোমার দাপে মাথা নোয়াই
পোড়াকপাল তৃতীয় ভুবন আমি
যদিও আমি চাই না হতে
পেলব ছবি চণ্ডীদাসের রামী।

পুরুষকে লেখা চিঠি • মল্লিকা সেনগুপ্ত



॥ ই-বুকটি সমাপ্ত হল ॥

www.anandapub.in



Table of Contents

শিরোনাম পৃষ্ঠা	1
কপিরাইট পৃষ্ঠা	2
উৎসর্গ	3
এই লেখকের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ	4
সূচিপত্র	5
পৃথিবীর মা	8
শিকার এবং শিকারি	9
মেয়েনৌকা	11
অলকানন্দা	12
মহাভারত	13
স্বপ্নে লেখা চিঠি	15
চাতক	16
গোলাপ মরশুমে	17
রাষ্ট্রপতিকে একটি মেয়ের চিঠি	18
আমি গুর্জরি মুসলিম মেয়ে	20
নারী-ডট কম	23
আমাদের জন্মকথা	25
সবুজ দুপুরবেলা	27
আমি ও পৃথিবী	28
প্রণয়পথ	29
পিছড়ে বর্গ	31
ফুলনদেবীর কথা	32
আমি ও আমেরিকা	34

শুভম তোমাকে	37
ধ্বংসবার্ষিকী	40
আমাদের গুজরাট	41
পাপুর মৃত্যু	43
তিনি আর রাধা	47
শুভমকে লেখা চিঠি	49
রেডলাইট নাচ	51
গোলাপবাগানে	53
সিঁথি	55
সাম্প্রদায়িক	56
শত্রুর দিন	58
ধনতেরাস	60
বালিকা ও দুষ্টলোক	62
অনাবাসীর চিঠি	64
ভাষা	66
ধর্ম গেছে বনে	68
টাকার জাহাজ	69
বেহুলা	70
গুজরাতি কন্যাশিশু	71
তহমিনা	73
পুরুষকে লেখা চিঠি-১	74
পুরুষকে লেখা চিঠি-২	75